Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুমা খান

রোলঃ ২১৫০০৫৮৭

৩০ নভেম্বর,২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্নবাদ ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুমা খান

রোলঃ ২১৫০০৫৮৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্নবাদ ও ইসলাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুমা খান, আইডিঃ ২১৫০০৫৮৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বর্নবাদ ও ইসলাম" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

জুমা খান

আইডিঃ ২১৫০০৫৮৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৫
বর্ণবাদ আর শ্রেণিভেদের মূলোৎপাটন করেছে ইসলাম	৫
শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আল্লাহভীতি	৬
ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হাবশি কৃতদাস	৭
জান্নাতে হাবশি কৃতদাস বিলালের পদধ্বনি	৭
ঝাড়ুদার অতি সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ নারীও তাঁর কাছে সম্মানের পাত্র	৮
সৃষ্টিগত উপাদানে ভিন্নতা নেই	৮
ভালো লাগা ও মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন তারাও	৯
রেসিজম বা বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য কী?	১০
রেসিজম বা বর্ণবাদের উৎপত্তি	১০
বর্ণবাদ বিলোপে আন্দোলন	১১
ইসলামে বর্ণবাদের স্থান নেই	১২
আরও কিছু দৃষ্টান্ত	১৩
দুঃখ ও পরিতাপ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত অব্যবস্থাপনায়	১৪
অতএব, মুক্তির পথ কোথায়?	১৬
পরিশেষে	১৬

ভুমিকা

বর্ণবাদ কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি গাত্রবর্ণের কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের নাম। এটি সমাজ শোষণের এক অন্যতম হাতিয়ার। ইসলামে বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম গোত্র ও বর্ণবাদ নির্মূল করে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার উদাহরণ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে।

বর্ণবাদ এমন দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ অনেকগুলো গোষ্ঠীতে (races) বিভক্ত এবং এক গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নীচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য মনে করে। এটি কখনো গায়ের চামড়ার বর্ণের পাশাপাশি গোত্র ও আঞ্চলিকতা দিয়ে হতে পারে। আফ্রিকান ভাষায় এর অর্থ হলো 'বিভাজন' বা 'বিচ্ছিন্নতা'।

বর্ণবাদ আর শ্রেণিভেদের মূলোৎপাটন করেছে ইসলাম

বর্ণবৈষম্য এবং শ্রেণিভেদ মানবতা বিবর্জিত ঘৃণ্য অপরাধ। ইসলামে বর্ণবাদ ও শ্রেণিভেদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম বরাবরই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে সহাবস্থানের আহবান জানায়। ইসলামের আদর্শই হচ্ছে, সকল মানুষ একই আদম এবং হাওয়া আলাইহিমাস সালামের সন্তান। সাদা-কালো, ধনী-গরিব আর উঁচু-নিচুতে কোনো তারতম্য কিংবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের পার্থক্য নির্ধারণ করেনি ইসলাম এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো ভালো-মন্দের কোনো মানদন্ডও নয়। বংশ কৌলিণ্যেরও স্থান নেই ইসলামে।

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কৃষ্ণের ওপরে শেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আল্লাহভীতি

ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'হে মানবসকল! তোমাদের পালনকর্তা এক আল্লাহ। তোমাদের আদি পিতা এক আদম আলাইহিস সালাম। মনে রেখো! অনারবের ওপর আরবের ও আরবের ওপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব বিবেচিত হতে পারে।' -মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ২২৯৭৮

এখানে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, মানুষ বাহ্যত যতো সুন্দরই হোক, তার মধ্যে যদি সচ্চরিত্র এবং উত্তম আমল না থাকে, আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত পথ ও রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ না থাকে, সর্বোপরি তাকওয়া বা আল্লাহ তাআ'লার ভয় না থাকে, তাহলে মানুষতাহলে মানুষ হিসেবে সে অন্য আর দশজনের মতই। শ্রেষ্ঠ কেবল সে-ই, যে উত্তম আমলে উত্তীর্ণ। এছাড়া সবাই সমান।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন। -সুরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৩

ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হাবশি কৃতদাস

বস্তুত: ইসলাম প্রদত্ত বর্ণবাদ বিরোধী নীতিমালা বা মূলনীতিকে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মুখে বলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তার গোটা জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এসব। যে আরব সমাজে অনারবদেরকে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে রাখা হয়েছিল, যেখানে কালো রঙের মানুষগুলোকে অমানুষ ভাবা হতো, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সমাজে ইথিওপিয়ান সাহাবি হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন বানিয়েছিলেন। হাবশা তথা বর্তমান ইথওপিয়ার মানুষ হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু ছিলেন কৃষাঙ্গ। অতিশয় কালো বর্ণের মানুষ ছিলেন তিনি।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য ধর্ম ও প্রথা যেখানে বর্ণের আচরণের মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মেনে বাইতুল্লাহর ছাদে উঠে হযরত বিলাল যখন আজান দিতে শুরু করলেন, মক্কাবাসী মুশরিকরা তখন লজ্জায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। তারা বলছিল, 'মুহাম্মদ কি এ কৃষ্ণাঙ্গ কাক ছাড়া আর কাউকে আজান দেয়ার মতো পেল না?'

মানবতার নবী সেদিন দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'মানুষ হিসেবে সবাই সমান। বর্ণের ভিত্তিতে নয়, শুধু তাকওয়া বা আল্লাহভীতির বিচারেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়।'- দালায়িলুন নুবুওয়াহ; বায়হাকি : ৫/৭৮

জান্নাতে হাবশি কৃতদাস বিলালের পদধ্বনি

শুধু তাই নয়, ইসলামে যে বর্ণবাদের স্থান নেই তা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনি:সৃত এই কথা থেকেও অনুমেয় যে, তিনি বলেছেন, আমি মি'রাজে জান্নাতের মধ্যে বিলালের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

আরবের সম্ভ্রান্ত অনেক সাহাবী রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে থাকা সত্বেও তিনি হাবশি গোলাম বিলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর নাম

এখানে কেন নিলেন? মিরাজ রজনীর এই ঘটনাটিতেই প্রমান হয় যে, তাওহিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন, তাকওয়া পরহেজগারিতা অবলম্বন, উন্নত চারিত্রিক আদর্শ ধারণ এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠী।

এমনিভাবে কৃষাঙ্গ মানব হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন ঘোষণা করার মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণবাদের বীজ উপড়ে ফেলেছিলেন রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঝাড়ুদার অতি সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ নারীও তাঁর কাছে সম্মানের পাত্র

এখানেই শেষ নয় তাঁর বর্ণবাদহীন বিশ্ব গড়ার মিশন। কালো বর্ণের একজন নারী মদিনার মসজিদে নববিতে ঝাড়ু দিতেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতেন তিনি। কৃষাঙ্গ সেই নারীর ইনতিকাল হলে সাহাবাগণ গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে তার মৃত্যুর খবর রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন না। কিছুদিন পরে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নারীর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমাকে কেন জানালে না এই খবর?'এরপর সরাসরি তিনি তখন সেই নারীর কবরের কাছে গেলেন এবং নিয়ম ভেঙ্গে সেই নারীর কবরের পাশে পুনরায় জানাজার নামাজ আদায় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিলেন, 'যে কোনো মুসলমান মারা গেলে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে।' -সহিহ ইবনে খুজায়মা, হাদিস নং- **১২৯৯**

সৃষ্টিগত উপাদানে ভিন্নতা নেই

ইসলাম এই বিশ্বাস আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, গোটা পৃথিবীর সকল মানুষ একই উপাদান মাটি থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগত উপাদানে যেহেতু ভিন্নতা নেই, সুতরাং, মানুষে মানুষে ভেদাভেদেরও কোন স্থান নেই। সকলেই মাটির মানুষ হিসেবে সমান। মানুষে

মানুষে উঁচু-নিচুতা এবং ভেদাভেদ সৃষ্টি করাকে সমর্থন না করতেই সৃষ্টিগত উপাদানে ভিন্নতা রাখেননি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা। হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আদমকে এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র জমিন থেকে সংগ্রহ করেছেন। ফলে আদম সন্তানরা জমিনের বিভিন্নতার মতোই ভিন্নভাবে এসেছে। তাদের মধ্যে (মাটির গুণাবলীর দরুন) সবই আছে– লাল, সাদা, কালো, তাছাড়া নরম, শক্ত এবং ভালো ও মন্দ।' -সুনানে তিরমিজি, হাদিস সৃষ্টিগত উপাদানের অভিন্নতায় মানুষে মানুষ সমতার কথা শিখিয়েছে ইসলাম। পাশাপাশি মাটির গুণাবলীর কারণে মানুষের বর্ণগত ভিন্নতাকে মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টিগত কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং, মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টিগত কৌশলকে ভেদাভেদ ও উঁচুনিচুর কারণ হিসেবে গ্রহণ করা অন্যায়। ইসলাম গর্হিত এই অন্যায়কে কখনোই সমর্থন করে না।

ভালো লাগা ও মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন তারাও

ইসলামের এমন উদারতা ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই অনেক বিধর্মীও এই ধর্মের প্রতি অবলীলায় নিজের ভালো লাগা ও মুগ্ধতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত জর্জ বার্নার্ড শ' ইসলাম ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন,

I have always held the religion of Mohammed in high estimation because of its wonderful vitality.

It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age.

'চমৎকার প্রাণবন্ততার! আসলেও তাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের ইতিহাসে উদারতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। জাতপাত, হিংসা-বিদ্বেষ এবং

বর্ণবৈষম্যকে নির্মূল করার সুউচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। কারণ, বর্ণবাদ ও জাতিভেদের মত ঘৃণ্য প্রথায় আক্রান্ত মানুষের আচরণে যখন বর্ণবাদ এবং সাদা ও কালোর ভেদাভেদ চলে আসে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তিরোহিত হয় সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক মানবাধিকার। আর তখনই সমাজ হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল। মানুষ হারাতে থাকে তার প্রাপ্য অধিকার। বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে গোটা সমাজব্যবস্থা।

তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্ণবৈষম্য আর শ্রেণিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হেনে ইসলামই সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

রেসিজম বা বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য কী?

বর্ণবৈষম্য এমন দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়, যেখানে ভুল বিশ্বাস পোষন করা হয় যে, মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে (races) বিভক্ত এবং একইসাথে এই বিশ্বাস লালনকারীগণ বিশ্বাস করে থাকেন যে, কোনো কোনো গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে উঁচু অথবা নিচুকিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য বলে বিবেচিত।

রেসিজম বা বর্ণবাদের উৎপত্তি

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বর্ণবাদ। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, বৈষম্য ও বর্ণবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে এখনো বৈষম্য ও বর্ণবাদের অবসান হয়নি। এমনকি এই বর্ণবাদের কারণেই বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। বিশ্ববাসীকে আজ এমন এক সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে করে দুনিয়ায় আর বর্ণবাদ নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকে।

বর্ণবাদের সূচনা বহুকাল পূর্ব থেকেই পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত করে এসেছে তবে এই প্রথম বর্ণবাদ শব্দের উৎপত্তি হয় ১৯৩০ সালের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অঞ্চলগুলোতে। সেখানে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত চলে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষমতা দখল ও পেশী শক্তির প্রদর্শনী। শেতাঙ্গ শাসিত সরকার আইন করে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয়, বর্ণশংকর ইত্যাদি বর্ণে ভাগ করে। ফলে অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত জনপদ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী মূল ধারারসংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

বর্ণবাদী এ আচরণে মানুষের গায়ের রঙেই বেশি চিহ্নিত হয় এ যুদ্ধ। বর্ণবৈষম্যের কারণেই সাদা-কালো মারা-মারি কিংবা জীবনহানির মতো নিকৃষ্ট ঘটনার জন্ম হয়। যুযে যুগে এ বর্ণবৈষম্যের কারণে প্রাণ দিতে হয়েছেন অনেককে।

বর্ণবাদ বিলোপে আন্দোলন

যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে তৈরি হয় একটি দিবস। যা আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস নামে পরিচিত। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়।

তবে এ দিবসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ১৯৬০ সালের ২১ মার্চ। সেদিন বর্ণবাদের পক্ষে আইন পাশের এক ষড়যন্ত্র হয়। সেখানে এ আইন পাসের বিরুদ্ধে হয় প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদে মিছিলে পুলিশের গুলিতে ৬৯জন ব্যক্তি নিহত হয়।

অবশেষে জাতিসংঘ ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিতহয়ে আসছে। বিশ্বের প্রায় দেশে এ বর্ণবৈষম্য বিলোপে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। বর্ণবাদী অনৈতিক আচরণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্য কাজ করে দেশগুলো।

ইসলামে বর্ণবাদের স্থান নেই

বর্ণবাদ নয়; সাদা-কালোর শান্তিময় সহাবস্থানের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইসলাম। যেখানে সাদা আর কালো, নাগরিক আর সৈনিক, শাসক আর শাসিত তথা রাজা আর প্রজা সবই সমান। কুরআন ও সুন্নায় গোত্র প্রাধান্য ও বর্ণবাদিতাকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণের ভিন্নতা, ভাষাগত বিভাজনকে মহান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।' -সুরা রুম : আয়াত

কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা এবং ইসলামি খেলাফতের দায়িত্বশীল বণ্টনই এর অন্যতম উদারহরণ। ধর্ম বিশ্বাস, গাত্রবর্ণ, শক্তি ও বংশের অহঙ্কারবশত কোনো ব্যক্তি বা জাতি কর্তৃক নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করাকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। কুরআনে এসেছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন। -সুরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের উচ্চ মর্যাদা নেই। একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় উচ্চতর নয়। পার্থক্য শুধু মানুষের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে।’

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মান-মর্যাদা পাওয়া বর্ণবাদকে টানেননি বরং মর্যাদার মাপকাঠী কী হবে তা বলেছেন- ‘হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী; যে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করে, সব বিষয়ে আল্লাহর কথা অধিক খেয়াল রাখে।’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করেছেন, ‘মানুষ দেখতে যতবেশি সুন্দরই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, উত্তম আমল না থাকে; কুরআন-সুন্নাহর আমল না থাকে তবে সে ব্যক্তি কখনোই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে প্রথমেই বংশ দ্বন্দ্বের অবসান করেছিলেন।

‘আউস ও খাজরাজ’-এর গোত্র দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘ দিনের। এ গোত্রদ্বয়ের বিদ্যমান বিবাদ নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন বিশ্বনবি। মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবি মুহাজির ও মদিনার স্থানীয় সাহাবী আনসারদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্কই বলে দেয় ইসলাম কতবেশি উদার ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত

সুদূর পারস্যের ক্রীতদাস হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আহলে বাইতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু ঘোষণা করেন- ‘সালমান আমাদেরই ঘরের লোক।’

হাবশি ক্রীতদাস বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। এ কালো বর্ণের সাহাবিকে দেয়া হয়েছিল নেতার মর্যাদা। তাকে নিয়ে একটি ঘটনা-

একবার বিশিষ্ট সাহাবি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুর সাথে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুর কোন একটি বিষয়ে তর্ক হয়। তর্কের এক পর্যায়ে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ করে তিনি বলে বসলেন- 'কালো মায়ের সন্তান'। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ কথা পৌঁছালে তিনি বিরক্ত হন। তিনি আবু জর রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুকে বলেন, 'তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের চিহ্ন রয়েছে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট একটি মন্তব্যের কারণে হযরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু -এর বক্তব্যকে 'জাহেলিয়াত'-এর সাথে তুলনা করেছেন।

হযরত উসামাহ ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ তখনও হযরত আবু বকর, ওমর ও আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম -এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন।

এসব সাহাবিদের নেতৃত্ব ও আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন উচ্চ বংশ মর্যাদা ও নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-

'কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশি গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং পূর্ণ আনুগত্য করবে।' -সহিহ বুখারি, ৬৭৬০

দুঃখ ও পরিতাপ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত অব্যবস্থাপনায়

আধুনিকতার এ সময়ে বর্ণবাদ একটি অন্যতম সমস্যা। এ বৈষম্য ও বর্ণবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জাতিভেদ ও

বর্ণবাদের বিষবাস্প। এর অবসান ঘটেনি আজও। এমনকি এই বর্ণবাদের কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজও প্রতিনিয়ত হানাহানি, নৈরাজ্য, খুনখারাবি আর প্রাণহানির দু:সংবাদ শুনে যেতে হচ্ছে আমাদের।

বিশ্ববাসীকে আজ এমন এক সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে বর্ণবাদদের মতো কোনো ঘৃণ্য মতবাদের অস্তিত্ব না থাকে। যেন পৃথিবীজুড়ে ঘোষিত হয় মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক সে ঘোষণা-

'জেনে রেখো! গর্ব, অহঙ্কার, গৌরব ও আভিজাত্যবোধ প্রভৃতির সব সম্পদ এবং রক্ত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় অভিযোগ আজ আমার এই দুই পদতলে নিপিষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জাহেলি যুগের সব হিংসাবিদ্বেষ ও গর্ব অহঙ্কার এবং পৈতৃক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করে দিয়েছেন। হয়তো বা সে মুমিন-মুত্তাকি অথবা অন্যায়কারী দুর্ভাগা হবে। সব মানুষ আদম থেকে উৎসারিত। আর আদম মাটি থেকে।'

অতএব, এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে প্রত্যেকের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। ইসলামের কোনো বিধানই বর্ণবাদের পক্ষে নয়। গোত্রতন্ত্র ও বর্ণবাদ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের অনুপম আদর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণই যথেষ্ট।

ইসলাম গোত্রবাদ ও আভিজাত্য প্রদর্শনকে মূলোৎপাটিত করে। কারণ, এটা পরস্পরকে শত্রুতা, ক্রোধ, অহঙ্কার ও হিংসাবিদ্বেষ উসকে দেয়। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া আনসার ও মুহাজিরদের মাঝেও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজাদেরকে বলে 'আহল উজ-জিম্মাহ' বা 'জিম্মি।' শব্দটির অর্থ হলো- 'যারা নিরাপত্তায় বাস করে। জিম্মিদের সম্পর্কে ইসলামী বিধান হলো 'জিম্মির রক্ত মুসলমানের রক্তের মতো পবিত্র', অর্থাৎ, তারা পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য এবং অধিকারী।

অতএব, মুক্তির পথ কোথায়?

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে আন্দোলন হয়েছে। আইন হয়েছে। হয়েছে নীতিমালাও। এমনটি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন-কমিশনও। কিন্তু কেন থামছে না এই বৈষম্যপনা? কেন মানুষ মেনে নিচ্ছে না জন্মগত ভিন্নতার এই আবরণকে? মানবরচিত কোনো বিধান বা নীতিমালায় নয়; বর্ণবাদগত এই বৈষম্য দূরীকরণে 'ইসলাম'-ই একমাত্র সমাধান। কর্যকরী ফমূর্লা। কারণ ইসলামে কোনো বর্ণবৈষম্য নেই। বর্ণবাদ বা বর্ণবৈষম্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না ইসলাম। বর্ণবাদকে নির্মূল করে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার অনন্য এক উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পরিশেষে

সুতরাং, আজকের সমস্যা ও দুর্দশা কবলিত এই পৃথিবীকে বর্ণবাদ আর শ্রেণিভেদের হাত হতে বাঁচাতে হলে কোন পরাশক্তির কাছে হাত পেতে লাভ নেই। যুক্তরাষ্ট্র বলুন আর যুক্তরাজ্য; আফ্রিকা মহাদেশের কথা তুলুন অথবা অস্ট্রেলিয়ার— পৃথিবীর বুক থেকে বর্ণবাদের মতো কলঙ্ক কেউই মুছে দিতে পারবে না। এই কলঙ্ক হতে মানব জাতির মুক্তির একমাত্র পথ হতে পারে ইসলাম। ইসলামই হতে পারে এর জন্য একমাত্র কার্যকরী ফর্মূলা। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মালকম এক্স এর সরল স্বীকারোক্তিটি এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকাকে ইসলাম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। কারণ ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা আমেরিকান সমাজ থেকে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে কার্যকরী সমাধান দিতে পারে।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গোটা বিশ্ববাসীকে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের তাওফিক দান করুন। কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত সাম্য, মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত করার সৌভাগ্য দান করুন।

পৃথিবীকে হানাহানি ও বিপর্যয়মুক্ত শান্তিময় আবাস হিসেবে গড়ে তোলার শক্তি এবং সামর্থ্য দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110891566/